Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 238 –244
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

পাণিনীয় ব্যাকরণ ও সুপদ্ম-ব্যাকরণের আলোকে অচ্-সন্ধির সূত্রসমূহের একটি তুলনাত্মক সমীক্ষা

An analysis of the use of 'ac' sandhi in the sutras as found in Paṇinīya Vyākaraṇam and Supadma-Vyākaraṇam of padmanābhadatta

দীপাঞ্জন চক্রবর্ত্তী
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার
শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : dipanjanugb@gmail.com

Keyword
Supadma-Vyākaraṇa, Pāṇinīya Vyākaraṇa, Ac Sandhi.

Abstract
Vyākaraṇam is an important part of Vedāñga. In Chāndogya Upaniṣada Vedāñga is called "Vedānāṃ vedaḥ" (7/1/2). Acharya Panini is the brightest star in the studies of Sanskrit Vyākaraṇam. In Rarh Bengal, Supadma - Vyākaraṇam, written by PadmanabhaDatta is one of the Vyākaraṇam studies that is different from Panini's though based on his 'Astādhyāyī Vyākaraṇam'. Supadma-Vyākaraṇam was written in 12th century A.D. In some cases, Supadma-Vyākaraṇam, seems to be just a simplified interpretation of some sūtras of Panini's 'Astādhyāyī Vyākaraṇam'. This paper presents a comparative study of 'Ac sandhi' sutras as interpreted by Panini in his Astādhyāyī and Padmanabhadatta in his Supadma - Vyākaraṇam.
Panini in his Astādhyāyī gives the sutra "Akaḥ savarṇe dīrghaḥ" (6/1/101). Padmanabha follows him in interpreting this sūtra without differing from him in any way. Padmanabha's sūtra in Supadma-Vyākaraṇam is "Akaḥ savarṇe dīrghaḥ" (1/2/2). The both sūtras are the same in form and meaning. Both the sūtras mean that if a 'savarna' follows ak (a-i-u-ri-li), then in the place of ak there will be 'dīrgha ekādeśaḥ'. That means, if an 'ak' follows another 'ak', both of them will merge and be changed into a single 'dīrgha swar'. For example 'daṇḍāgram'. Here daṇḍa + agram, the last 'a' swar of 'daṇḍa' and 'a' swar of 'agram', becomes 'ā' of 'daṇḍāgram'. Again, Panini in his Astādhyāyī has written two sūtras "Va supyāpiśaleḥ" (6/1/92) and "Eñi pararūpam" (6/1/94). But Padmanabhadutta has merged the two sūtras into a single one, in his Supadma-Vyākaraṇam, "Va supa eñādeśca" (1/2/11).
Padmanabha has also followed vārtikkāra Kātyāyana. But there are also independent interpretations of the original source. In Pāṇinīya Vyākaranam, we get "śakandhwadiṣu pararūpam vācyam" (vārtika 3632). Padmanabha follows this, and states "śakāderandhwādau" (1/2/24). They are

different in form and meaning. Padmanabha has denied 'Pararūpa ekādeśa' totally. He says, if words like Śakandhu, follows another word, then the 'a' swara of the Ka sound in śaka, lopas. Example- Śakandhu. In Pāṇinīya Vyākarana, Vārtikkāra Kātyāyana "Śakandhwādiṣu pararūpam vācyam", this vārtika is interpreted as, Śakandhu like words if is at the end of a word, then śaka like words 'a' swara as in ka of śaka becomes 'pararūpa ekādeśa'. For example śaka + andhu= śakandhu.
To conclude, Padmanabhadatta has followed Panini in some cases, differed from him, in some other cases, and has independently given his statements in some other cases, in his Supadma-Vyākaraṇam. The main aim of this paper is to comparatively analyse the ac sandhi of Panini and Padmanabha.

Discussion

বেদাঙ্গ সমূহের মধ্যে অন্যতম হল ব্যাকরণ। বস্তুতঃ ব্যাকরণবিদ্যা হল সর্ববিদ্যার অধিবিদ্যা, সর্বশাস্ত্রোপকারক, সর্বশাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হলেন আচার্য পাণিনি। তবে পাণিনির সমকালে ও পাণিনির পরবর্তীযুগে এদেশে বহূরকমের ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। তেমনি বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্মনাভ দত্ত বিরচিত সুপদ্মব্যাকরণ অপাণিনীয় ব্যাকরণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনিকে অনুসরণ করে পরবর্ত্তীকালে অনেক বৈয়াকরণ বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে অবলম্বন করেই পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণ রচনা করেন, সুপদ্মব্যাকরণের সূত্রগুলিও অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রগুলির সরলীকৃত রূপায়ণ বিশেষ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পদ্মনাভদত্তের সুপদ্মব্যাকরণের অচ্-সন্ধির সূত্রালোচনাপূর্বক একটি তুলনামূলক তথ্যোপস্থাপন করা যেতে পারে এই শোধপত্রে।

পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬.১.১০১)[১] এই সূত্রটি করেছেন। এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্ত পাণিনিকে শুধু অনুসরণ-ই করেন নি, অনুকরণ-ও করেছেন। এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্তের সুপদ্মব্যাকরণের সূত্রটি হল 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (১.২.২)[২]। সূত্রদুটির অর্থ রূপগত ও অর্থগত একই। অর্থাৎ সবর্ণ পরে থাকলে অক্-এর (অ ই উ ঋ ঌ) স্থানে দীর্ঘ একাদেশ হয়। অর্থাৎ অক্ পরে থাকলে পূর্ব অক্ এবং পর অক্ মিলে একটি মাত্র দীর্ঘ স্বর হয়। যেমন- **দণ্ডাগ্রম্**। **দণ্ড অগ্রম্** এই রূপে পদের বিশ্লেষ করলে দণ্ড পদের শেষ অ-কার এবং অগ্রম্ পদের প্রথম অ-কার এই দুই মিলে দীর্ঘ আ-কার হল এবং **দণ্ডাগ্রম্** এরূপ স্থিতি হল। পাণিনির 'আদ্ গুণঃ' (৬.১.৮৭)[৩] এই সূত্রটিকে অনুসরণ করে পদ্মনাভদত্ত আরেকটি সূত্র করেছেন- 'আদিকো গুণঃ' (১.২.৩)[৪]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ অবর্ণের (অকার, আকারের) পর ইক্ (ই,উ,ঋ,ঌ) থাকলে গুণ একাদেশ হয়। ই, ঈ স্থানে এ; উ, ঊ স্থানে ও; ঋ, দীর্ঘ ঋ স্থানে অর্ এবং ঌ, দীর্ঘ ঌ স্থানে অল্ হয়। সুখ ইন > সুখ্ অ ইন > সুখ্ এ ইন > সুখেন। গুণ বর্ণ হল অ, ও, এ। অ-কার এবং ই-কারের স্থানে কী হবে তা উচ্চারণগতস্থানগত আন্তর্য অনুসারে স্থির হবে। অ-কারের স্থান কণ্ঠ এবং ই-কারের স্থান তালু। আবার এ-কারের স্থান কণ্ঠতালু। সুতরাং এখানে এ-কার হবে। আবার পদ্মনাভদত্ত শুধু পাণিনিকেই অনুসরণ করেন নি, বার্ত্তিককার কাত্যায়নকেও অনুসরণ এবং অনুকরণ করেছেন। যেমন - স্বাদীরেরিণোঃ (বার্ত্তিক ৩৬০৬)[৫] এই বার্ত্তিকটিকে পদ্মনাভদত্ত অনুসরণ এবং অনুকরণ করেছেন তাঁর সুপদ্মব্যাকরণে। এবিষয়ে পদ্মনাভদত্তের সূত্রটি হল 'স্বাদীরেরিণোঃ' (১.২.৫)[৬]। অর্থাৎ স্ব শব্দের পর ঈর কিংবা ঈরিন্ শব্দের ঈ-কার থাকলে পূর্ব অচ্ এবং পর অচ্ একাদেশ হয়ে গুণাপবাদে (গুণ না হয়ে) বৃদ্ধি ঐ-কার হয়। যথা- **স্ব ঈরম্ > স্বৈরম্**। এখানে স্ব-এর ব-কারস্থিত অকার এবং ঈরম্-এর ঈ-কার মিলে স্বেরম্ না হয়ে বৃদ্ধি ঐ-কার হল। পাণিনীয় ব্যাকরণে অচ্ সন্ধি বিষয়ে অপর এক বার্ত্তিক হল- প্রবৎসতরকম্বলবসনার্ণদশানামৃণে (বার্ত্তিক ৩৬০৮)[৭]। এ বিষয়ে পদ্মনাভদত্তের সূত্রটি হল 'ঋণ-প্র-বৎসর-বৎসতর-দশ-বসন-কম্বলাদৃণস্য' (১.২.৬)[৮]। অর্থাৎ ঋণ, প্র, বৎসর, বৎসতর, দশ, বসন এবং কম্বল শব্দের পর ঋণ শব্দ থাকলে পূর্বের অ-কার এবং ঋণ শব্দের ঋ-কার মিলে (গুণাপবাদে) বৃদ্ধি আর্ হয়। যেমন- **ঋণ ঋণম্ > ঋণার্ণম্**। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে' (বার্ত্তিক ৩৬০৭)[৯] এই বার্ত্তিকটিকে পদ্মনাভদত্ত অনুসরণ এবং অনুকরণ করেছেন তাঁর সুপদ্মব্যাকরণে। এবিষয়ে পদ্মনাভদত্তের সূত্রটি হল 'ঋতস্য তৃতীয়াসমাসে' (১.২.৭)[১০]। অর্থাৎ ঋত শব্দের সঙ্গে অ-কার আ-কারান্ত শব্দের তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হলে ঋত

শব্দের ঋ-কার এবং অ-কার, আ-কারে মিলে বৃদ্ধি আর্ হয়। যথা- **শীতেন ঋতঃ, শীতার্তঃ**। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'প্রাদূহোঢ়োঢ্যৈষ্যেষু' (বার্ত্তিক ৩৬০৫)[১১] এই বার্ত্তিকটিকে পদ্মনাভদত্ত অনুসরণ করে পৃথক একটি সূত্রের চয়ন করেছেন-'প্রাদূঢ়োঢ্যৈষ্যাণাম্' (১.২.৮)[১২]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ প্র উপসর্গের পর ঊঢ়, ঊঢ়ি, এষ, এষ্য থাকলে প্র শব্দের অ-কার এবং ঊঢ়াদির ঊ-কার এবং এ-কার মিলে বৃদ্ধি ঔ এবং ঐ-কার হবে। যথা- **প্র ঊঢ়ঃ > প্রৌঢ়ঃ**। এখানে প্র এর অ-কার এবং ঊঢ়-এর ঊ-কারে বৃদ্ধি হয়ে ঔ-কার হল। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্' (বার্ত্তিক ৩৬০৪)[১৩] এই বার্ত্তিকটিকে পদ্মনাভদত্ত অনুসরণ করে এবং রূপসংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা পৃথক একটি সূত্রের চয়ন করেছেন- 'অক্ষাদূহিণ্যাঃ' (১.২.৯)[১৪]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের সরলার্থ করে বলা যায় যে- অক্ষ শব্দের পর ঊহিনী শব্দ থাকলে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। **অক্ষ ঊহিণী** এই স্থিতিতে অ-কার ঊ-কারের স্থানে কণ্ঠৌষ্ঠ বৃদ্ধি ঔ-কার করে হল **অক্ষৌহিনী**। অচ্ সন্ধি বিষয়ে পাণিনীর 'উপসর্গাদৃতি ধাতৌ' (৬.১.৯১)[১৫] এই সূত্রটিকে অনুসরণ করে পদ্মনাভদত্ত পৃথক একটি সূত্রের চয়ন করেছেন- 'ঋগাদিধাতোরুপসর্গাৎ' (১.২.১০)[১৬]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের সরলার্থ করে বলা যায় যে- উপসর্গের অ-কার, আ-কারের পর ঋগাদি ধাতুর ঋ থাকলে উভয় মিলে বৃদ্ধি আর্ হয়। যথা- **প্র ঋচ্ছতি > প্রার্চ্ছতি,** প্র-এর অ-কার এবং ঋচ্ছতি এই ঋচ্ছ ধাতুর ঋকারে বৃদ্ধি আর্ হয়ে **প্রার্চ্ছতি** এরূপ হল। আবার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' (৬.১.৯২)[১৭] ও 'এঙি পররূপম্' (৬.১.৯৪)[১৮] এই দুই সূত্র-ও দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণে একটি সূত্রের অবতারনা করে পাণিনির দুটি সূত্রের অর্থকে একটি সূত্রে রূপান্তরিত করেছেন, সূত্রটি হল- 'বা সুপ এঙাদেশ্চ' (১.২.১১)[১৯]। অর্থাৎ প্রাদি উপসর্গের অ-বর্ণের (অ-কার, আ-কারের) পর ঋগাদি সুপ্ ধাতুর ঋ-কার এবং এঙাদি সুপ্ ধাতুর এ-কারাদি (যারা প্রথমে শব্দ থাকে, পরে ধাতু হয় তাদের সুপ্ ধাতু বা নামধাতু বলে) থাকলে পূর্ব অচ্ এবং পর অচ্ একাদেশে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ একবার বৃদ্ধি একবার গুণ এমন হবে। ঋষভমাত্মনঃ ইচ্ছতি এই বাক্যে ঋষভ-এর উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় করে ঋষভীয় নাম ধাতু হল। এর উত্তর লট্ তিপ্ করে ঋষভীয়তি এরূপ হল। তারপর প্র ঋষভীয়তি প্র-এর অ-কার এবং ঋষভীয়তি এই ঋগাদি সুপ্ ধাতুর ঋ-কার মিলে বিকল্পে বৃদ্ধি আর্ হল- প্রার্ষভীয়তি। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে 'ইকো যণচি' (৬.১.৭৭)[২০] এই সূত্রটি করেছেন। এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্ত পাণিনিকে শুধু অনুসরণ-ই করেন নি, অনুকরণ-ও করেছেন। এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্তের সুপদ্মব্যাকরণের সূত্রটি হল 'ইকো যণচি' (১.২.১২)[২১]। সূত্রদুটির অর্থ রূপগত ও অর্থগত একই। সূত্রদ্বয়ের সরলার্থ করে বলা যায় যে- (অসমান) অচ্ পরে থাকলে যথাক্রমে ইকের স্থানে যণাদেশ হয়। ই, ঈ স্থানে য্; উ, ঊ স্থানে ব্; ঋ, দীর্ঘ ঋ স্থানে র্; ঌ, দীর্ঘ ঌ স্থানে ল্ হয়। যথা- **দধি অত্র > দধ্যত্র**। এখানে দধি এর ধ-কারস্থিত ইকারের পর অত্র-এর আদিতে অ-কার থাকায় ই-কারের স্থানে য্ হল। ই-কারের উচ্চারণস্থান তালু এবং য-কারের স্থান তালু। তাই ই-কারের স্থানে য্-কার হবে। যেহেতু যে স্থানী এবং যে আদেশের উচ্চারণস্থান এক হবে সেই স্থানীর ক্ষেত্রে সেই আদেশটি হবে। পাণিনীয় ব্যাকরণে 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬.১.১২৩)[২২] -এই সূত্রকে অনুসরণ করে পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণে একটি সূত্র করেছেন- 'গোরদন্তাবো বান্তে' (১.২.১৪)[২৩]। সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের সরলার্থ করে বলা যায় যে- অচ্ পরে থাকলে গো শব্দের পদান্ত ও-কারের স্থানে বিকল্পে অব হয়। গবামীশ্বরঃ এই বাক্যে সমাস করে গো শব্দের পদসংজ্ঞা হওয়ায় ও-কার পদান্ত হল। সুতরাং এখানে ও স্থানে অব হয়ে গুণাদেশে গবেশ্বর হল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদ্মনাভদত্ত পাণিনিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করলেও পুরোপুরি অনুসরণ ও অনুকরণ করেন নি, কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা যায় তাঁর সুপদ্মব্যাকরণে। যেমন পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাদেশ কিনবা পূর্বরূপ একাদেশ কোনটাই স্বীকার করেন নি কিন্তু পাণিনি পররূপ একাদেশ এবং পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করেছেন। পদ্মনাভদত্ত পররূপ কিনবা পূর্বরূপের ক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণের কিনবা পরের বর্ণের লোপ করছেন। যেমন 'এঙঃ পদান্তাদতি' (৬.১.১০৯)[২৪] -এই সূত্রটি পাণিনি করেছেন। এর সূত্রার্থ হল- পদের অন্তস্থিত এ-কার এবং ও-কারের পর অ-কার

থাকলে পূর্বরূপ একাদেশ হয়। যথা- **তে অত্র > তে 'ত্র।** এখানে পূর্বরূপ একাদেশ হল। কিন্তু এক্ষেত্রে পদ্মনাভদত্ত পাণিনিকে অনুসরণ করলেও পৃথক পদ্ধতিতে একটি সূত্র করেছেন-

'এঙো তোলোপঃ' (১.২.২০)[২৫]। এর সূত্রার্থ হল- পদের অন্তস্থিত এ-কার এবং ও-কারের পর অ-কার থাকলে তার লোপ হয়(লোপের পর যে ['] চিহ্ন থাকে তাকে লুপ্ত অ-কার বলে)। যথা- তদ্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে **তে** হয়। সুতরাং **তে** একটি পদ। এখানে **তে অত্র** এরূপ স্থিতিতে **তে**-এর পদান্তস্থিত এ-কারের পর **অত্র** এই পদের অ-কারের লোপ হল এবং **তে 'ত্র** এরূপ হল। অর্থাৎ পদ্মনাভদত্ত **তে 'ত্র** স্বীকার করলেন কিন্তু ভিন্ন পদ্ধতিতে। পাণিনি **তে 'ত্র-**এর ক্ষেত্রে পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করলেন কিন্তু পদ্মনাভদত্ত **তে 'ত্র-**এর ক্ষেত্রে পূর্বরূপ একাদেশ স্বীকার করলেন না বরং **তে 'ত্র-**এর ক্ষেত্রে **তে**-এর পদান্তস্থিত এ-কারের পর **অত্র** এই পদের অ-কারের লোপ করলেন এবং **তে 'ত্র** এরূপ হল। পররূপ বিষয়ে 'এঙি পররূপম্' (৬.১.৯৪)[২৬] -এই সূত্রটি পাণিনি করেছেন। এর সূত্রার্থ হল- এ, ও এমন ধাতু পরে থাকলে প্রাদির অ-কারের পররূপ একাদেশ হয়। যথা- **প্র এজতি > প্রেজতি**। এখানে প্রেজতি (এজ্) ধাতুর একার পরে থাকার জন্য প্র এই উপসর্গের অ-কারের পররূপ একাদেশ হল। এই পররূপ বিষয়ে পররূপকে স্বীকার না করে পদ্মনাভদত্ত একটি সূত্র করেছেন- 'ধাত্বেঙি প্রাদেরবর্ণস্যানিণেধোঃ' (১.২.২৩)[২৭]। এর সূত্রার্থ হল- এ, ও এমন ধাতু পরে থাকলে প্রাদির অ-কারের লোপ হয়। কিন্তু এধ্ এবং ই ধাতুর ক্ষেত্রে হয় না। অর্থাৎ পদ্মনাভদত্ত **প্রেজতি** স্বীকার করলেন কিন্তু ভিন্ন পদ্ধতিতে। পাণিনি **প্রেজতি-**এর ক্ষেত্রে পররূপ একাদেশ স্বীকার করলেন কিন্তু পদ্মনাভদত্ত **প্রেজতি-**এর ক্ষেত্রে পররূপ একাদেশ স্বীকার করলেন না বরং **প্রেজতি-**এর ক্ষেত্রে এজ্ ধাতুর একার পরে থাকার জন্য প্র এই উপসর্গের অ-কারের লোপ করলেন। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণে 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্' (বার্ত্তিক ৩৬৩২)[২৮] -এই বার্ত্তিকটি আছে। এই বার্ত্তিকটির অনুসরণে পদ্মনাভদত্ত 'শকাদেরন্ধ্বাদৌ' (১.২.২৪)[২৯] -এই সূত্রটি চয়ন করেন। সূত্রদুটির রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য আছে এবং বক্তব্যের দিক থেকেও পুরোপুরি সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্' এই বার্ত্তিকটির অর্থ করেছেন শকন্ধুঃ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকলে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের পররূপ একাদেশ হয়। যথা- শক অন্ধু, শকন্ধু। সুপদ্মব্যাকরণেও শকন্ধুঃ এই পদটি সিদ্ধ করেছেন, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। এক্ষেত্রে পদ্মনাভদত্ত শকন্ধুঃ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকলে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের লোপ করেছেন। যথা- **শক অন্ধু >শক্ অন্ধু > শকন্ধু**। অর্থাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে শক প্রভৃতি শব্দের ক-কারস্থিত অ-কারের লোপ করেছেন। এই বিষয়ে পদ্মনাভদত্তের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। সেই রকম ভাবেই পদ্মনাভদত্তের আরেকটি স্বতন্ত্র মতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'ওমাঙোশ্চ' (১.২.২৫)[৩০] এই সূত্রে। যদিও এই সূত্রটিকে পদ্মনাভদত্ত পাণিনিকে অনুসরণ করেই করেছেন, এবিষয়ে পাণিনির সূত্র হল 'ওমাঙোশ্চ' (৬.১.৯৫)[৩১]। পাণিনির 'ওমাঙোশ্চ' (৬.১.৯৫) সূত্রের বক্তব্য হল- অ-বর্ণের পরে ওম্ শব্দ এবং আঙ্(আ) থাকলে পররূপ একাদেশ হয়। যথা- **কা ওম্ ইতি > কোমিতি।** এখানে পররূপ একাদেশ হল। পদ্মনাভদত্তের 'ওমাঙোশ্চ' (১.২.২৫) সূত্রের বক্তব্য হল, অ-বর্ণের পরে ওম্ শব্দ এবং আঙ্ (আ) থাকলে অ-বর্ণের (অ-কার, আ-কারের) লোপ হয়। **কা** এবং **ওমিতি** এই **ওমিতি**র **ওম্** পরে থাকায় **কা-**এর আ-কারের লোপ হয়। পদ্মনাভদত্তের এবং পাণিনির 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রের রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য থাকলেও বক্তব্যগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণে আরেকটি বার্ত্তিক হল 'এবে চানিয়োগে' (বার্ত্তিক ৩৬৩১)[৩২]। এর অর্থ হল- এব শব্দ পরে থাকলে পূর্বপদস্থিত অন্তিম অ-বর্ণের পররূপ একাদেশ হয়, এব শব্দের নিয়োগ অর্থ হলে হয় না। নিয়োগ না বোঝালে অ-কারের পর এব শব্দ থাকলে পররূপ একাদেশ হয়। নিয়োগ শব্দের অর্থ অবধারণ। যথা- **অদ্য এব > অদ্যেব।** এবিষয়ে সুপদ্মব্যাকরণে একটি সূত্র রয়েছে 'এবে চানিয়োগে' (১.২.২৬)[৩৩]। সূত্রটির অর্থ হল- এব শব্দ পরে থাকলে পূর্বপদস্থিত অন্তিম অ-বর্ণের লোপ হয়, এব শব্দের নিয়োগ অর্থ হলে হয় না। নিয়োগ না বোঝালে অ-কারের পর এব শব্দ থাকলে অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা- **অদ্য এব > অদ্যেব।** অর্থাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে **অদ্যেব-**তে **অদ্য-**এর অন্তিম অ-কারের লোপ করে **অদ্যেব** পদটি সিদ্ধ করেছেন। এবিষয়ে পদ্মনাভদত্তের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। পররূপ বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণের 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' (বার্ত্তিক ৩৬৩৪)[৩৪] এই বার্ত্তিকটিকে অনুসরণ করে পদ্মনাভদত্ত একটি পৃথক সূত্র চয়ন করেছেন

'ওত্বোষ্ঠযোর্বা সমাসে' (১.২.২৭)[৩৫]। 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা '(বার্ত্তিক ৩৬৩৪) এই বার্ত্তিকটির অর্থ হল- ওতু এবং ওষ্ঠ শব্দের সঙ্গে সমাস হলে বিকল্পে পররূপ একাদেশ হয়। যথা- **স্থূলশ্চাসৌ ওতুশ্চেতি** এই বাক্যে সমাস করলে **স্থূল ওতু> স্থূলোতুঃ** এরূপ হবে। অর্থাৎ পররূপ একাদেশ হবে। পদ্মনাভদত্তের 'ওত্বোষ্ঠযোর্বা সমাসে' (১.২.২৭) এই সূত্রটির অর্থ হল- ওতু এবং ওষ্ঠ শব্দের সঙ্গে সমাস হলে বিকল্পে ঐ শব্দদ্বয়ের পূর্ববর্ত্তী অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা- **স্থূলশ্চাসৌ ওতুশ্চেতি** এই বাক্যে সমাস করলে স্থূল ওতু এরূপ অবস্থায় **স্থূল** এই পদের অ-কারের বিকল্পে লোপ হয় এবং স্থূলোতুঃ এরূপ হয়। অর্থাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাদেশ স্বীকার না করে **স্থূলোতুঃ**-তে **স্থূল**-এর অন্তিম অ-কারের লোপ করে **স্থূলোতুঃ** পদটি সিদ্ধ করেছেন। এ বিষয়েও পদ্মনাভদত্তের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতিভাব প্রসঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যতম সূত্র হল 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (১.১.১১)[৩৬]। অর্থাৎ ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত দ্বিবচনান্ত পদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। যথা- **হরী এতৌ, বিষ্ণূ ইমৌ।** এখানে হরী, বিষ্ণূ এই দ্বিবচনান্ত পদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুপদ্মব্যাকরণের সূত্রটি হল 'ঈদূদেতো দ্বিবচনস্য' (১.২.৩০)[৩৭]। অর্থাৎ অচ্ পরে থাকলে ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত দ্বিবচনান্ত পদের সন্ধি হয় না। যথা- **হরী এতৌ।** এখানে হরী এই দ্বিবচনান্ত পদের সন্ধি হয় নি। এই সূত্রদ্বয়ের রূপতাত্ত্বিক বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ এখানেও পদ্মনাভদত্ত পাণিনীকেই অনুসরণ করেছেন। আবার পাণিনীয় ব্যাকরণে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায় - 'অদসো মাৎ' (১.১.১২)[৩৮]। এ বিষয়েও সুপদ্মব্যাকরণে 'অদসো মাৎ '(১.২.৩১)[৩৯] একটি পৃথক সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্রদুটির অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ অদস্ শব্দের মকারের পরস্থিত ঈ-কার, ঊ-কারের সন্ধি হয় না। যথা- **অমূ আনয়,** এখানে সন্ধি হয় নি। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'নিপাত একাজনাঙ্' (১.১.১৪)[৪০] এই সূত্রের সঙ্গে সুপদ্মব্যাকরণের একস্যাচো 'নাঙো 'ব্যয়স্য (১.২.৩২)[৪১] এই সূত্রের অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের অর্থ হল- আঙ্ ভিন্ন এক অচ্ (একমাত্র স্বরবর্ণ) অব্যয়ের সন্ধি হয় না। **অ ই উ** তিনটি অব্যয় শব্দ, অর্থ সম্বোধন। ঐ তিনটি এক একটি স্বরবর্ণ মাত্র। সুতরাং **অ অবেহি** ইত্যাদি স্থলে সন্ধি করে দীর্ঘ হতে পারল না। **ই** নিপাতের অর্থ বিস্ময়। **উ** নিপাতের অর্থ বিতর্ক অর্থাৎ **ই ইন্দ্রঃ, উ উমেশঃ** এখানে সন্ধি হল না যেহেতু **ই উ** এগুলি একাচ্ নিপাত। প্রকৃতিভাব প্রসঙ্গে পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র 'ওত্' (১.১.১৫)[৪২] -এর সঙ্গে সুপদ্মব্যাকরণের সূত্র 'ওতঃ' (১.২.৩৩)[৪৩] -এর অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের অর্থ হল- ও-কারান্ত অব্যয় শব্দের সন্ধি হয় না। যথা- **অহো অহম্।** এখানে **অহো** ও-কারান্ত অব্যয় তাই সন্ধি হয় নি। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র 'সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে '(১.১.১৬)[৪৪] -এর সঙ্গে সুপদ্মব্যাকরণের সূত্র 'বা সম্বুদ্ধাবিতৌ '(১.২.৩৪)[৪৫] -এর অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের অর্থ হল- **ইতি** শব্দ পরে থাকলে সম্বোধনে ও-কারান্ত শব্দের বিকল্পে সন্ধি হয় না। **বায়ু** ও **ভানু** শব্দের সম্বোধনে **বায়ো, ভানো।** অর্থাৎ **বায়ো ইতি, ভানো ইতি** এখানে আলোচ্য সূত্রানুযায়ী সন্ধি হল না। আবার পাণিনীয় ব্যাকরণে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায়- 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' (৬.১.১২২)। এবিষয়ে সুপদ্মব্যাকরণে পদ্মনাভদত্ত রূপের সংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা একটি পৃথক সূত্র চয়ন করেছেন-'গোরতি' (১.২.৩৮)[৪৬]। এই দুই সূত্রের রূপগত বৈষম্য থাকলেও অর্থগত পুরোপুরি সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ অ-কার পরে থাকলে বিকল্পে গো শব্দের ও-কারের সন্ধি হয় না। **গো অগ্রম্** এখানে বিকল্পে সন্ধি হয়নি 'গোরতি' সূত্রানুসারে। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র 'ইকো' সবর্ণে শাকল্যস্য 'হ্রস্বশ্চ' (৬.১.১২৭)[৪৭] -এর সঙ্গে সুপদ্মব্যাকরণের সূত্র 'ইকো' সবর্ণে 'হ্রস্বশ্চ' (১.২.৩৪)[৪৮] -এর রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য না থাকলেও অর্থগত দিক থেকে পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রদ্বয়ের অর্থ হল- অসবর্ণ (অসমান) অচ্ পরে থাকলে বিকল্পে পদান্ত (পদের অন্তে স্থিত) ইকের (ই উ ঋ ৯) সন্ধি হয় না এবং বিকল্পে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়ে যায়। যথা- **নদী অত্র** এই স্থিতিতে **নদী**-এর দ-কারস্থিত ঈ-কার ইকের অন্তর্গত এবং পরপদে আদিতে অসবর্ণ স্বরবর্ণ অ-কার থাকার কারণে **নদী অত্র** এখানে সন্ধি হয় নি। শুধু তাই-ই নয়, **নদী**-এর দ-কারস্থিত ঈ-কার হ্রস্ব হয়ে যাবে আলোচ্য সূত্রানুসারে। অর্থাৎ **নদি অত্র** এরূপ হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে পাণিনি এবং পদ্মনাভদত্ত উভয় বৈয়াকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের গহন গম্ভীর আলোচনা এবং শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য উদঘাটন করেছেন স্বীয় প্রতিভায়। *অষ্টাধ্যায়ী* এবং *সুপদ্মব্যাকরণ* –উভয় গ্রন্থের অচ্-

সন্ধির তুলনামূলক আলোচনায় কেবল তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নয়, আধুনিক যুগের শব্দবিদ্যার আলোকে এই দুই গ্রন্থের অবদানও অনস্বীকার্য।

তথ্যসুত্র :

১. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৮
২. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১১
৩. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮২
৪. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১২
৫. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৭, ৮৮
৬. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১২
৭. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ-৮৯
৮. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৩
৯. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৯
১০. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৩
১১. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৮
১২. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৩
১৩. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৮৭
১৪. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৩
১৫. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯০
১৬. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৩
১৭. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৩
১৮. তদেব, পৃ. ৯৩
১৯. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৪
২০. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৫৫
২১. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৪
২২. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০২
২৩. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৪

২৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০১
২৫. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৫
২৬. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৩
২৭. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৬
২৮. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৫
২৯. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৬
৩০. তদেব, পৃ. ১৭
৩১. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৭
৩২. তদেব, পৃ. ৯৪
৩৩. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৭
৩৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ৯৬
৩৫. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৭
৩৬. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১২
৩৭. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৮
৩৮. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৩
৩৯. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৮
৪০. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৫
৪১. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৮
৪২. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৭
৪৩. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৯
৪৪. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১১৭
৪৫. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ১৯
৪৬. তদেব, পৃ. ২০
৪৭. ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী*, প্রথম ভাগ, সম্পা. গিরিধর শর্মা ও পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, পৃ. ১০৫
৪৮. পদ্মনাভদত্ত, *সুপদ্মব্যাকরণম্*, সম্পা. আর.এস.সাইনি, পৃ. ২০